যুগান্তর

তারিখ 16 MAY 2007

রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাগামহীন দুর্নীতি অনিয়ম

মুসতাক আহমদ

রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের প্রধানসহ একশ্রেণীর শিক্ষকের বিরুদ্ধে লাগামহীন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ওই শিক্ষকদের অনিয়মে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সভাপতির চেয়ারে আসীন সরকারি কর্মকর্তাদের মদদ, প্রশ্রয় এমনকি সরাসরি অপরাধে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগও রয়েছে। সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে প্রায় প্রতিদিনই দুর্নীতি দমন কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি), বোর্ড এমনকি সংবাদপত্রের অফিসে অসংখ্য অভিযোগ জমা পড়ছে। যুগান্তরের অনুসন্ধানে এসব অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে বিশেষ সুবিধা নিয়ে নিম্নমানের সহপাঠকে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত, প্রতিষ্ঠানের অর্থ লুটপাট, শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের জিম্মি করে নানা কায়দায় অর্থ হাতিয়ে নেয়া, ভর্তি বাণিজ্য, নির্যাতন, নিয়োগ বাণিজ্য, শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করা অন্যথায় ফেল করিয়ে দেয়া ইত্যাদি। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার কারণে ইতিমধ্যে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে চাকরি হারানোসহ সাময়িক বরখাস্ত হতে হয়েছে। উৎকোচ নেয়া এবং শিক্ষক হযরত-নাজেহালের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ থেকে একজন সরকারি কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার ছাড়াও পরবর্তী সময়ে তাকে ওএসডি করা হয়েছে। তবে এতসবের পরও রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনিয়মের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এর অনিবার্য প্রভাবে ডুবতে বসেছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে 'করার কিছু নেই'

যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুল : যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আবু ইউসুফের বিরুদ্ধে জালিয়াতি, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে নিম্নমানের বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত, গণনিয়োগ, স্বজনপ্রীতিসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। তার নিয়োগ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্কুলের শিক্ষকরা। প্রতিষ্ঠানের সাবেক সভাপতি ও বর্তমানে কারারুদ্ধ বিএনপি নেতা সাবেক সাংসদ সালাউদ্দিন আহমেদ সরকারি নিয়োগবিধি উপেক্ষা করে তাকে নিয়োগ দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। নিয়োগ দেয়ার আগে ম্যানেজিং কমিটির কোন সভায় বিষয়টি আলোচনা পর্যন্ত হয়নি। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী স্কুল অফিসে নিয়োগ ইন্টারভিউ হওয়ার কথা থাকলেও বিনা নোটিশে তা নেয়া হয়েছিল সালাউদ্দিনের বাড়িতে। সাজানো ইন্টারভিউতে তিনি নিয়োগ লাভ করেন। জানা গেছে, এই ইন্টারভিউ নাটকের বিরুদ্ধে তখন অন্য প্রার্থীদের পক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

এর আগে ওই পদটি খালি করতে স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক সোলাইমান খানকে সাবেক সভাপতি ও এমপি সালাউদ্দিন ২০০৫ সালের ১১ মে জোরপূর্বক পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেন। এ ঘটনায় ২০০৫ সালের ১৮ মে মতিঝিল থানায় জিডি (নং ১৭৪৪) হয়েছিল। পরে এই পদেই বর্তমান প্রধান শিক্ষক আবু ইউসুফকে নিয়োগ দেয়া হয়। দুর্নীতি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

দুর্নীতি : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নিয়োগ বোর্ডের সদস্য নবাবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক অজিত বাবু জানান, তিনি বোর্ডে ছিলেন। তৎকালীন সভাপতি সালাউদ্দিন আহমেদ অসুস্থ থাকায় তার বাসায় ইন্টারভিউ নেয়া হয়। এটা বিধিসম্মত হয়েছে কিনা তা তিনি কাগজপত্র না দেখে বলতে পারবেন না বলে জানান।

বর্তমান প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শুধু অবৈধভাবে নিয়োগ লাভ নয়, নিয়োগের পর পদকে এমপিওভুক্তি প্রক্রিয়ায় জালিয়াতির অভিযোগও রয়েছে। এর আগে সাবেক প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে লিখিয়ে নেয়া পদত্যাগপত্রটি এমপিও লাভের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে না পারায় আরেকটি (জাল) পদত্যাগপত্র তৈরি করে তা মাউশিতে দাখিল করার অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনায় বর্তমানে মহানগর আদালতে একটি জালিয়াতির মামলা বিচারাধীন এবং সিআইডিতে তদন্তাধীন আছে বলে জানা গেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও অন্যান্য পদ থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অপসারণের লক্ষ্যে গত বছরের নভেম্বর মাসে সরকার একটি পত্র জারি করে। পরে ঢাকা জেলা প্রশাসকের এক অফিস আদেশে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) মোহাম্মদ ইউসুফ রাজধানীর ৬৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বনে যান। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সভাপতি হওয়ার পর থেকে তিনি বিভিন্নভাবে অবৈধ আয়ের পথ বেছে নেন। এরই অংশ হিসেবে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে স্কুলগুলোতে শিক্ষকদের চাপ প্রয়োগ করে দেয়া হয়। স্কুলের অ্যাকাউন্টের লেনদেন এখন বন্ধ রয়েছে। ফলে অর্ধশতাধিক শিক্ষক বেতন-ভাতা লাভ থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। এছাড়া তদন্তে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যেরও অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

মতিঝিল মডেল স্কুল

স্কুলের গণিত শিক্ষক আবুল কাসেমের কাছে কোচিং না করায় ৩০ শিক্ষার্থীকে নির্বাচনী পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেয়ার মতো ঘটনা ঘটে এই স্কুলে। ২০০৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় এদের অংশগ্রহণের কথা ছিল। এ ঘটনায় অভিভাবকরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। ভুক্তভোগী এক ছাত্রীর পিতা যুগান্তরকে জানান, মন্ত্রণালয়ে অভিযোগের পর একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। জনৈক উপ-সচিব তদন্তের দায়িত্ব পান। তার অভিযোগ, ওই কর্মকর্তা তাদের কাছে আর্থিক সুবিধা চেয়েছেন। দাবি পূরণ না করায় তদন্ত পিছিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে অতিরিক্ত সচিব আবদুল মতিন চৌধুরীকে তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়। জানা গেছে, তিনি চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ের ১৭০৯ নম্বর কক্ষে ওই ছাত্রী ও তার বাবার বক্তব্য রেকর্ড করেন। এই অবস্থায় ২০০৭ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ওই ছাত্রী এবং আরও ৮ জন অংশ নিতে পারেনি। ২২ জনের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে ২০০৬ সালের পরীক্ষায় অংশ...